ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

এপ্রিল ২০১৫ হতে মার্চ ২০১৬

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর ই খোদা

নাজমুল হুদা মিনা

২১ এপ্রিল ২০১৬

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব অপরিসীম
- ২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশ হতে প্রায় ২৫.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়, যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১%
- প্রায় ৪৪ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি তৈরি পোশাকখাতের সাথে জড়িত
- ২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে তৈরি পোশাকখাতের অবদান প্রায় ১৩%
- অন্যান্য খাতের মতই এ খাতেও সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান - 'রানা প্লাজা' দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ
- এসব দুর্ঘটনা দুঃখজনক হলেও এ খাতের সংস্কারের সুযোগ তৈরি; সরকার ও বায়ারসহ অন্যান্য অংশীজন কমপ্লায়েন্স ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- তৈরি পোশাক খাতে টিআইবি'র প্রতিবেদনে (২০১৩) সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ মোট ৬৩টি বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত; তা থেকে উত্তরণে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক ১০২টি উদ্যোগ গ্রহণ

- পরবর্তী দুইটি ফলোআপ গবেষণায় দেখা যায়, উল্লিখিত মোট ১০২টি উদ্যোগের মধ্যে ২০১৩-১৪ সালে ২২টি এবং ২০১৪-১৫ সালে ১২টি, অর্থাৎ মোট ৩৪টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-
    - তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন
    - প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিভিন্ন কমিটি গঠন ও দুর্নীতি বিরোধী প্রশিক্ষণ
    - সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণ
    - অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনের জাতীয় পর্যায়ে ত্রি-পক্ষীয় জোট গঠন
    - স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সেবা প্রদান পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ
    - রানা প্লাজা ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান

- বর্তমানে তৃতীয় ফলোআপ গবেষণায় (২০১৫-১৬) পূর্বের অসম্পূর্ণ ৬৮টি উদ্যোগের ক্ষেত্রে গত এক বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গত একবছরের (এপ্রিল ২০১৫ হতে মার্চ ২০১৬) অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা
- গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

- এটি একটি গুণগত গবেষণা
- তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, সক্ষমতা ও কার্যকরতা) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে
- গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ

প্রত্যক্ষ উৎস

- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ
  - তথ্যদাতার ধরন

শ্রম মন্ত্রণালয়, কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, রাজউক, ট্রেড ইউনিয়ন, বিজিএমইএ ও কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স, আইএলও

পরোক্ষ উৎস

বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

তৈরি পোশাকখাতে জড়িত উল্লেখযোগ্য অংশীজন

তৈরি পোশাকখাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৭ টি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যসমূহ হচ্ছে -

সরকারি

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-
  - কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর
  - শ্রম পরিদপ্তর
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশ
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়- স্থানীয় সরকার বিভাগ
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

বেসরকারি ও অন্যান্য

- কারখানা মালিক
- মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ)
- শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন
- বায়ার (আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান)
- অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স
- আইএলও

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সার্বিক অগ্রগতি

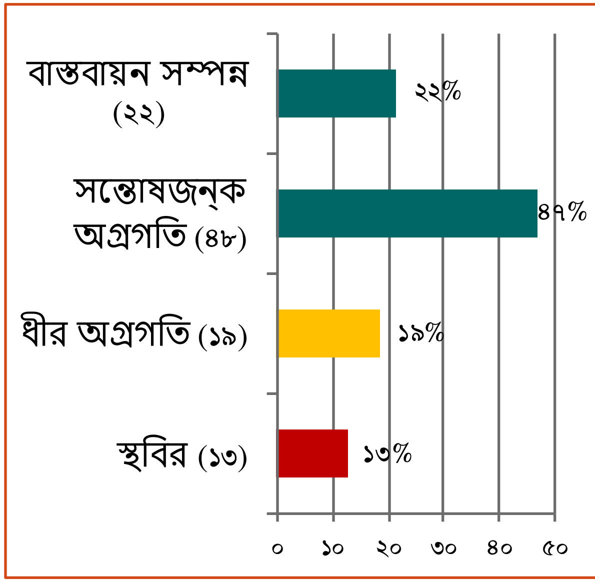

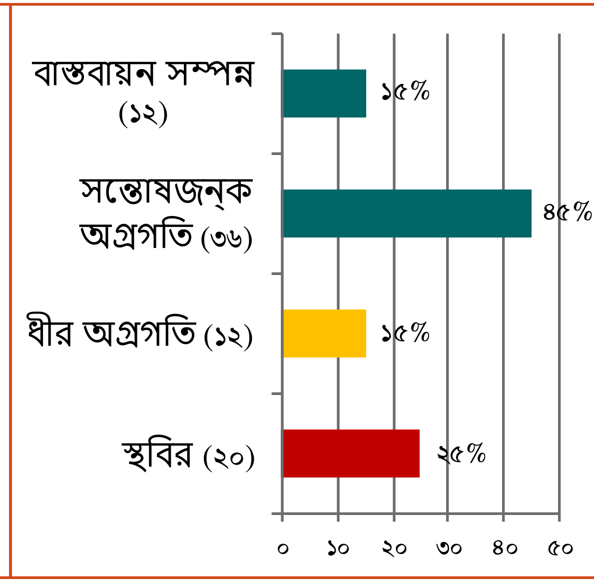

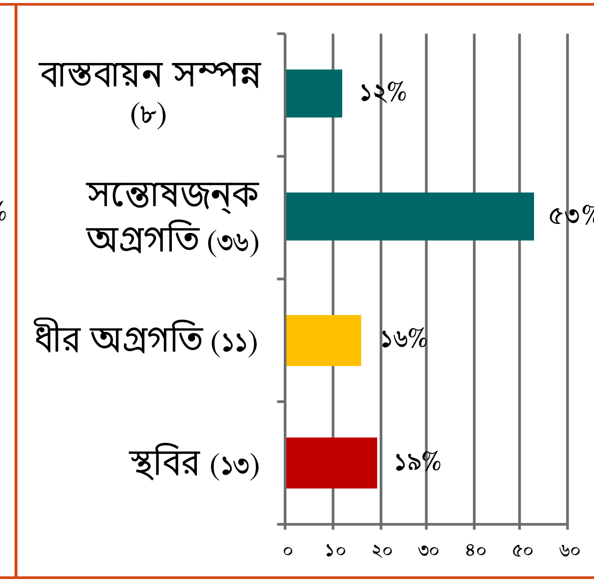

২০১৩-১৪ (১০২)

২০১৪-১৫ (৮০)

২০১৫-১৬ (৬৮)

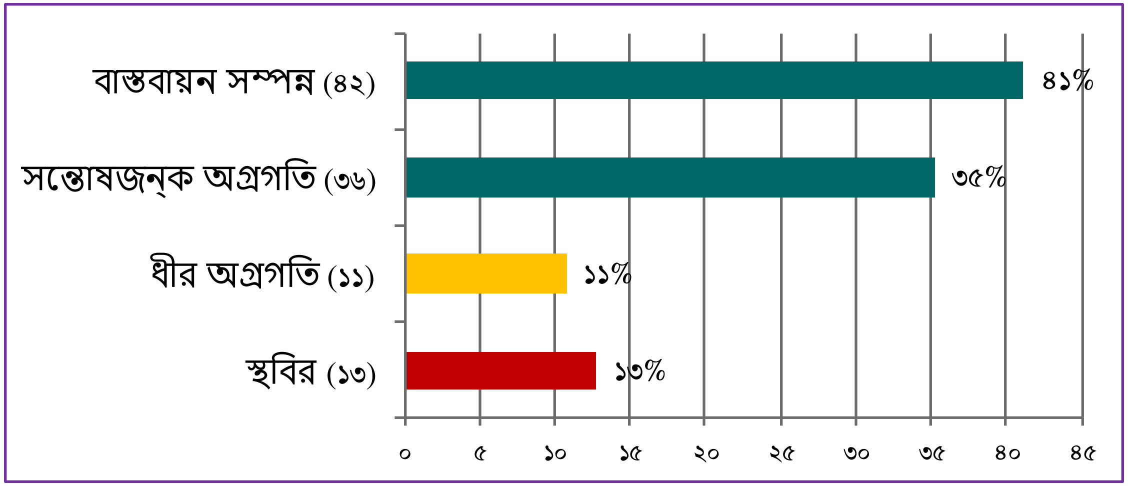

২০১৩-১৬ (১০২)

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ১. 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' সংশোধন	➢ 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩' পাশ করা হয়েছে - ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকতালিকা মালিকপক্ষকে না দেওয়া, গ্রুপ বীমা, স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ .... ➢ সংশোধিত শ্রম আইনে পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, পরিদর্শকদের জবাবদিহিতার উল্লেখ না থাকা, ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ততা এবং আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে অসামঞ্জস্যতাসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ➢ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারার [২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ২. 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬' প্রণয়ন	➢২০১৪ সালের জুলাই মাসে আইনটি মন্ত্রীসভায় নীতিগত অনুমোদন; ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চূড়ান্ত অনুমোদন। বর্তমানে এটি বিল আকারে সংসদে পাশ হওয়ার অপেক্ষায় ➢স্থায়ী মজুরি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব ➢প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটির প্রবর্তন; ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স ➢শ্রমিকদের সংগঠন ও ধর্মঘট করার অধিকার নিশ্চিত করা .... ➢ইপিজেড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংগঠন নিবন্ধন ➢শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনে গণভোটের বিধানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জটিল করা ➢ইপিজেড কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো শ্রমিক কর্তৃক মালিকের বিপক্ষে ফৌজদারি মামলার সুযোগ নেই

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ৩. ‘শ্রম বিধিমালা, ২০১৫’ প্রণয়ন	➢ বছরে দুটি উৎসব ভাতার বিধান ➢ সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ তদারকিতে কল্যাণ তহবিল গঠনের বিধান ➢ ৫০ জনের বেশি শ্রমিকের কারখানায় নিরাপত্তা কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা .... ➢ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি দ্বারা নিরাপত্তা কমিটি গঠনে মালিক কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি ➢ মহাপরিদর্শক কর্তৃক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না থাকা (বিধি ৮১ এর উপবিধি ১০) ➢ কারখানাসমূহে ৬ মাসের মধ্যে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হলেও এখন পর্যন্ত অল্প সংখ্যক কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ৩. 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন	➢রপ্তানিমুখী শিল্পের কার্যাদেশের ০.০৩% দিয়ে শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত। -সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি গঠিত - কমিটি এখনও কাজ শুরু করেনি .... ➢শ্রমিককে উৎসব ভাতা প্রদানে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হলেও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ না করার কারণে মালিকপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী প্রদানের সুযোগ (বিধি ১১১)

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ৪. কারখানা পর্যায়ে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন	➢ প্রায় ৯২% কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন -তবে জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় এই মজুরি বাস্তবসম্মত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তদুপরি এটি লিভিং ওয়েজ, ফেয়ার ওয়েজ প্রভৃতি ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলে মনে করা হয় .... ➢ শ্রমিকদের উৎপাদন লক্ষ্য বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়াতে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ
বাস্তবায়ন স্থবির ৫. দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ; -শ্রমিকদের জন্য আইএলও কর্তৃক বীমা স্কিম	➢ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে কমিটি গঠিত হলেও, কোনো কার্যক্রম শুরু করে নি ➢আইএলও'র বীমা স্কিম বাস্তবায়নে আরো ২-৩ বছর সময় প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আইনি সংস্কার প্রয়োজন

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ৬. কলকারখানা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণ	➢কারখানা-অধ্যুষিত অঞ্চলে নতুন ৫টি কার্যালয় স্থাপন ➢২৩৭ জন পরিদর্শক নিয়োগ, বর্তমানে পরিদর্শক সংখ্যা ৫৭৫ জন ➢মোট জনবল ৩১৪ হতে ৯৯৩ তে উন্নীত -পরিদর্শকসহ মোট জনবল ১৯৮৬ তে উন্নীতের সুপারিশ ➢২০১৫-১৬ বার্ষিক বাজেট ৩৫% বৃদ্ধি - ২৩.৩ কোটি থেকে ৩১.৫ কোটি টাকা নির্ধারণ ➢নারী পরিদর্শক ১১% থেকে ২০% উন্নীত ➢সারা দেশে প্রায় ৮০ লক্ষ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে পরিদর্শক সংখ্যা অপ্রতুল

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ৭. কমপ্লায়েন্স বিষয়ক অভিযোগের জন্য কলকারখানা অধিদপ্তরে 'হটলাইন' স্থাপন	➢'হটলাইন' স্থাপন সম্পন্ন হলেও, এসংক্রান্ত যথেষ্ঠ প্রচারণার অভাব রয়েছে ➢হটলাইনের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব রয়েছে -মোট অভিযোগের সংখ্যা ৯৯৯টি -নিষ্পত্তি ১৩৭টি; প্রক্রিয়াধীন ৫৮১টি *অ্যালায়েন্স পরিচালিত "আমাদের কথা" হটলাইনে প্রতি মাসে গড় অভিযোগ সংখ্যা প্রায় ১৭০০ টি

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ৮. কারখানা সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরির অংশ হিসেবে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে কারখানা পরিদর্শনের তথ্য প্রকাশ	➢ ওয়েবসাইটটি ইন্টার‍্যাক্টিভ ও ডাটা ফিল্টারের সুযোগ সমৃদ্ধ ➢ ৪,৮০৮ টি কারখানার প্রাথমিক তথ্য আপলোড .... ➢ তবে ওয়েবসাইটটি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব রয়েছে ➢ অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত সকল কারখানার তথ্য হালনাগাদ করা নেই ➢ ইপিজেডের কারখানাসমূহের জরিপ সংক্রান্ত তথ্য নেই

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ৯. ‘পরিদর্শন নথি প্রদান’ কমিটি এবং কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ‘জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ’ কমিটি গঠন	➢ ‘পরিদর্শন নথি প্রদান’ কমিটি এনটিপিএ’র আওতায় পরিদর্শিত কারখানার প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড এবং বায়ার জোটের পরিদর্শন কার্যক্রম সমন্বয় করছে ➢ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিষয়ে ২৩টি নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে ➢ ‘জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ’ কমিটি সকল পরিদর্শকদের অ্যান্টি করাপশন ট্রেনিং পরিচালনা, কম্পিউটারভিত্তিক রিপোর্টিং মেকানিজম প্রচলন এবং পরিদর্শকদের জন্য ‘কোড অব ইথিকস’ তৈরির কার্যক্রম পরিচালনা করছে

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ১০. অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধের লক্ষ্যে কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ	➢অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু, তবে বাধ্যতামূলক না করায় সাড়া প্রদানের হার কম ➢অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত অ্যাপসমূহ কার্যকর নয়
সন্তোষজনক অগ্রগতি ১১. দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত	➢প্যানেলের মাধ্যমে অধিদপ্তরে ১৩ জন নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে -কারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক মামলা দায়ের ২০১৫ সালে ২১৩টি এবং ২০১৬ সালে ১২৩টি ➢শ্রম আদালত পরিচালনায় দক্ষ আইনজীবীর অভাব রয়েছে

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম পরিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ১২.ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন	➢২০১৫ সালে মোট ১২৫টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত ➢ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে আইএলও কর্তৃক এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর) স্থাপনে সহযোগিতা .... ➢ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন গ্রহণে ৫- ২০ হাজার টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ ➢কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের পূর্বে মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের তালিকা সরবরাহের অভিযোগ ➢ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন যাচাইয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ফেডারেশন থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ ➢ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম পরিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন স্থবির ১৩. শ্রম পরিদপ্তরে হটলাইন স্থাপন	➢শ্রম পরিদপ্তরের জন্য পৃথক হটলাইন স্থাপন করা হয়নি, তবে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের হটলাইন শেয়ার করা হচ্ছে ➢হটলাইন সংক্রান্ত প্রচারণা নেই ➢প্রত্যাশিত মাত্রায় সংশ্লিষ্ট অভিযোগ না আসা

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন স্থবির ১৪. অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা প্রণয়ন	➢অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ পাশ করা হলেও পরবর্তীতে তা স্থগিত ➢২০১৪ এর বিধিমালায় নির্ধারিত ফি ও অন্যান্য শর্তের উপর বিভিন্ন পক্ষের আপত্তির কারণে তা পুনরায় বিশ্লেষণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ➢১৯৬১ সালের বিধিমালা অনুযায়ী ফি গ্রহণ করায় অপেক্ষাকৃত কম রাজস্ব প্রাপ্তি
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ১৫. সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ওয়্যার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ	➢২১৮ জন নতুন ওয়্যার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পন্ন - বর্তমানে ইন্সপেক্টরের সংখ্যা ২৬৮ জন ➢কারখানা পরিদর্শনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১৪ সালে পরিদর্শনের সংখ্যা- ১২৫টি ২০১৫ সালে পরিদর্শনের সংখ্যা- ১০০২টি

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
ধীর অগ্রগতি ১৬.পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় ৯টি নতুন অগ্নি-নির্বাপক স্টেশন স্থাপনে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	➢ঢাকা, চট্রগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতায় নতুন অগ্নি-নির্বাপক স্টেশন স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতা
সন্তোষজনক অগ্রগতি ১৭.নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন	➢কারখানা পরিদর্শনের হার বেড়েছে -গত এক বছরে ১০০২টি কারখানা পরিদর্শন .... ➢কারেক্টিভ অ্যাকশন বাস্তবায়নে জাতীয় পরিদর্শন কমিটিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কোনো প্রতিনিধি রাখা হয় নি

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
ধীর অগ্রগতি ১৮. সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রণয়ন	➢বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান। এক্ষেত্রে সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ সম্পন্ন
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ১৯. নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও স্থানীয় সরকারের দ্বন্দ্ব নিরসন	➢রাজউক আওতাধীন শিল্পাঞ্চলে নকশা অনুমোদনে দায়িত্ব রাজউকের উপর ন্যস্ত
বাস্তবায়ন স্থবির ২০. বিরোধ নিষ্পত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক কিছু কারখানায় পরীক্ষামূলক সাপোর্ট লাইন স্থাপন	➢বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো কার্যক্রম গৃহীত হয় নি ➢বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিজিএমইএ'তে 'মীমাংসা ও সালিশ কমিটি' কাজ করছে। ১৯৯৮ সাল হতে এ পর্যন্ত মোট ৯,২৫০টি বিরোধ নিষ্পত্তি

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
ধীর অগ্রগতি ২১. সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রধান পরিদর্শক ও সহকারি পরিদর্শক পদে নিয়োগ	➢নিয়োগ অসম্পূর্ণ -প্রধান পরিদর্শক পদে ২২ জনের স্থলে ৭ জন; সহকারি পরিদর্শক পদে ১২২ জনের স্থলে ২০ জন নিয়োগ ➢যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় নি
ধীর অগ্রগতি ২২. ‘বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র’ ও ‘ব্যবহার সনদ’ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে ‘ব্যবহার সনদ’ ব্যতীত বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ার পরিকল্পনা	➢সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি ➢ব্যবহার সনদ গ্রহণে অথরাইজড অফিসার কর্তৃক ভবন মালিকদের কেবলমাত্র চিঠি প্রদান ➢আইন প্রয়োগে শিথিলতার অভিযোগ

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ২৩. নকশা অনুমোদনে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ	➢সীমিত আকারে ধানমন্ডি ও লালবাগ এলাকায় নকশা অনুমোদনে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ চালু .... ➢অনলাইন আবেদনে প্রচারণার অভাব, অধিকাংশ আবেদন ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ২৪. মোবাইল কোর্ট গতিশীল করা	➢মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ০২ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ➢রাজউক-এ কর্মরত কয়েকজন পরিচালক ও উপ-পরিচালককে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কারখানা মালিক, বিজিএমইএ

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ২৫. দুই ঘন্টার বেশি অতিরিক্ত কাজ না করানোর সিদ্ধান্ত	➢কার্যাদেশের চাপের কারণে বিজিএমইএ কর্তৃক দাবীর প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ০৬ মাসের জন্য দুই ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করানোর নিয়ম পরিবর্তন করে চার ঘন্টা অতিরিক্ত কাজের পরিপত্র জারি ➢শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির চাহিদা রয়েছে ➢কিছু কারখানায় এক ঘন্টা অতিরিক্ত মজুরিবিহীন কাজ করানো বা টার্গেট বাড়িয়ে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা নিয়মিত কর্মঘন্টা হিসেবে দেখানোর অভিযোগ রয়েছে

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কারখানা মালিক, বিজিএমইএ

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ২৬. শ্রমিকের নিয়োগপত্র, জরুরী ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র, বাৎসরিক ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান	➢শ্রম আইন ও বিধিমালা অনুসারে অধিকাংশ কারখানায় নিয়োগপত্র, জরুরী ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র, বাৎসরিক ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হচ্ছে .... ➢কার্যাদেশের চাপ থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটি না দেওয়ার অভিযোগ ➢অনেক ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান না করার অভিযোগ ➢অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে ছুটি গ্রহণ করলে তা বাৎসরিক ছুটির অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ ➢অনেক ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সময়ে অতিরিক্ত কাজের চাপ, মানসিক নির্যাতন, ইত্যাদির মাধ্যমে বিরুপ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ - যাতে শ্রমিক নিজ ইচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেয়

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কারখানা মালিক, বিজিএমইএ

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ২৭. কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ	➢অধিকাংশ কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ .... ➢ডাক্তারের পরিবর্তে সেবিকা দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানের অভিযোগ ➢অপ্রতুল ও সীমিত ওষুধ দ্বারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার অভিযোগ ➢বিধিমালা অনুসারে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি না থাকার অভিযোগ
ধীর অগ্রগতি ২৮. পোশাক খাতের শ্রমিকদের তথ্যভাণ্ডার তৈরি	➢মালিকদের সম্মিলিত অর্থায়নে তথ্যভান্ডার তৈরির কাজ শুরু - মাত্র ৫২৫টি (প্রায় ১৫%) কারখানার তথ্য সংরক্ষণ - ৩০ এপ্রিল ২০১৬ নতুন সময়সীমা নির্ধারণ

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বায়ার ও অন্যান্য

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ২৯. এনটিপিএ'র আওতায় সকল কারখানায় নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন: অ্যালায়েন্স - ৭৯০ টির মধ্যে ৬৬১টি অ্যাকর্ড - ১৬৬১ টির মধ্যে ১৫৮৯টি জাতীয় উদ্যোগ- ১৮২৭ টির মধ্যে ১৫৪৯টি কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান প্রকাশ- অ্যালায়েন্স - ৫৯১টি অ্যাকর্ড - ১৪১৬টি জাতীয় উদ্যোগ - ৩০০টি	➢জরিপ পরবর্তী সংস্কার: অ্যাকর্ডভুক্ত ২টি কারখানা ও অ্যালায়েন্সভুক্ত ২৫টি কারখানায় সম্পূর্ণ কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন .... ➢জরিপ পরবর্তী প্রয়োজনীয় সংস্কার না করায় / অপরাগতা প্রকাশ করায় অ্যাকর্ড কর্তৃক ২৫টি এবং অ্যালায়েন্স কর্তৃক ২৪টি কারখানার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করার সুপারিশ

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বায়ার ও অন্যান্য

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন স্থবির ৩০. শ্রম অধিকার নিশ্চিত ও কর্মপরিবেশের মান উন্নয়নে বর্ধিত খরচের প্রেক্ষিতে বায়ার কর্তৃক ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত	➢গত ১৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্যের মূল্য প্রায় ৪১% হ্রাস
সন্তোষজনক অগ্রগতি ৩১. এনটিপিএ'র আওতায় অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনের মাধ্যমে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ এবং অন্যান্য কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ	(নিচের সারণি দেখুন)

	সম্পূর্ণ বন্ধ	আংশিক বন্ধ
অ্যাকর্ড	২৬	১৪
অ্যালায়েন্স	১০	১২
জাতীয় উদ্যোগ	০৩	১৬
	৩৯	৪২

➢চাকুরিচ্যুত শ্রমিকের সংখ্যা ২০,১৯১

➢বন্ধ ঘোষিত কারখানায় চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের আইনানুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ৩১. এনটিপিএ'র আওতায় অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনের মাধ্যমে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ এবং অন্যান্য কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ	➢ইপিজেডের কারখানাসমূহের সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার ঘাটতির অভিযোগ ➢প্রায় ১৫% কারখানা অংশীভবনে বা ভাড়া করা ভবনে। প্রায় সবই ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ➢কারখানা স্থানান্তরে সুবিধাজনক বাণিজ্যিক স্থানের সংকট ➢কারখানা স্থানান্তরে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের অভাব

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বায়ার ও অন্যান্য

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
সন্তোষজনক অগ্রগতি ৩১. এনটিপিএ'র আওতায় অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনের মাধ্যমে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ, এবং অন্যান্য কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ	➢অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বা টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে কারখানাসমূহের কাঠামোগত সংস্কারের জন্য আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে 'রেমিডিয়েশন ফাইনান্স' নামক প্রকল্প ➢প্রায় ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের তহবিল গঠনের উদ্যোগ; তন্মধ্যে আইএফসি ৫০ মি., ইউএসআইডি ২২ মি., জাইকা ১৩ মি. ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত ➢বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক সহজ সুদে (০.০১%-০.১% হারে) ঋণ .... ➢প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে কারখানা মালিকদের নিকট টাকা ছাড়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও উচ্চ সুদে (১০% -১৫%) অর্থ ছাড়ের সম্ভাবনা, যা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বায়ার ও অন্যান্য

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
বাস্তবায়ন সম্পন্ন ৩২. রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সংগৃহীত প্রায় ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিতরণ	➢ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক ২৮৯৫ জনকে মোট ১৯.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান [উল্লেখ্য এর মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা B-ক্যাশ বাবদ খরচ হয়েছে] ➢প্রাইমার্ক কর্তৃক ৬.৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার ➢প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিতরণ ➢এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা খরচ বাবদ ব্র্যাক এর মাধ্যমে বিতরণের জন্য ০.৯২ মিলিয়ন ইউএস ডলার পৃথক বরাদ্দ আছে

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
ধীর অগ্রগতি ৩৩. বিচার প্রক্রিয়া	➢বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ➢রানা প্লাজা মামলা: -৪১ জনের চার্জশিট আদালত কর্তৃক আমলে গ্রহণ -২৪ জন পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা -গ্রেফতারকৃত ২১ জনের মধ্যে ৮ জনের জামিন মঞ্জুর ➢পরপর দুইবার সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতায় মামলা দীর্ঘসূত্র ও দুর্বল ➢দুদক দায়েরকৃত ৪টি মামলার ১টি মামলায় চার্জশিট দাখিল; আদালত কর্তৃক পুনরায় তদন্তের নির্দেশ ➢দীর্ঘ ৩ বছর পর তাজরিন ফ্যাশন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু

গৃহীত উদ্যোগ	পর্যবেক্ষণ
ধীর অগ্রগতি ৩৪. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়নে মুন্সিগঞ্জে পোশাক শিল্প পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত	➢ সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ না করে, বিজিএমইএ'র উপর সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ; বিজিএমইএ কর্তৃক জমি ক্রয়ের সম্ভাবনায় জমির মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় কার্যক্রমে স্থবিরতা

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সার্বিক অগ্রগতি

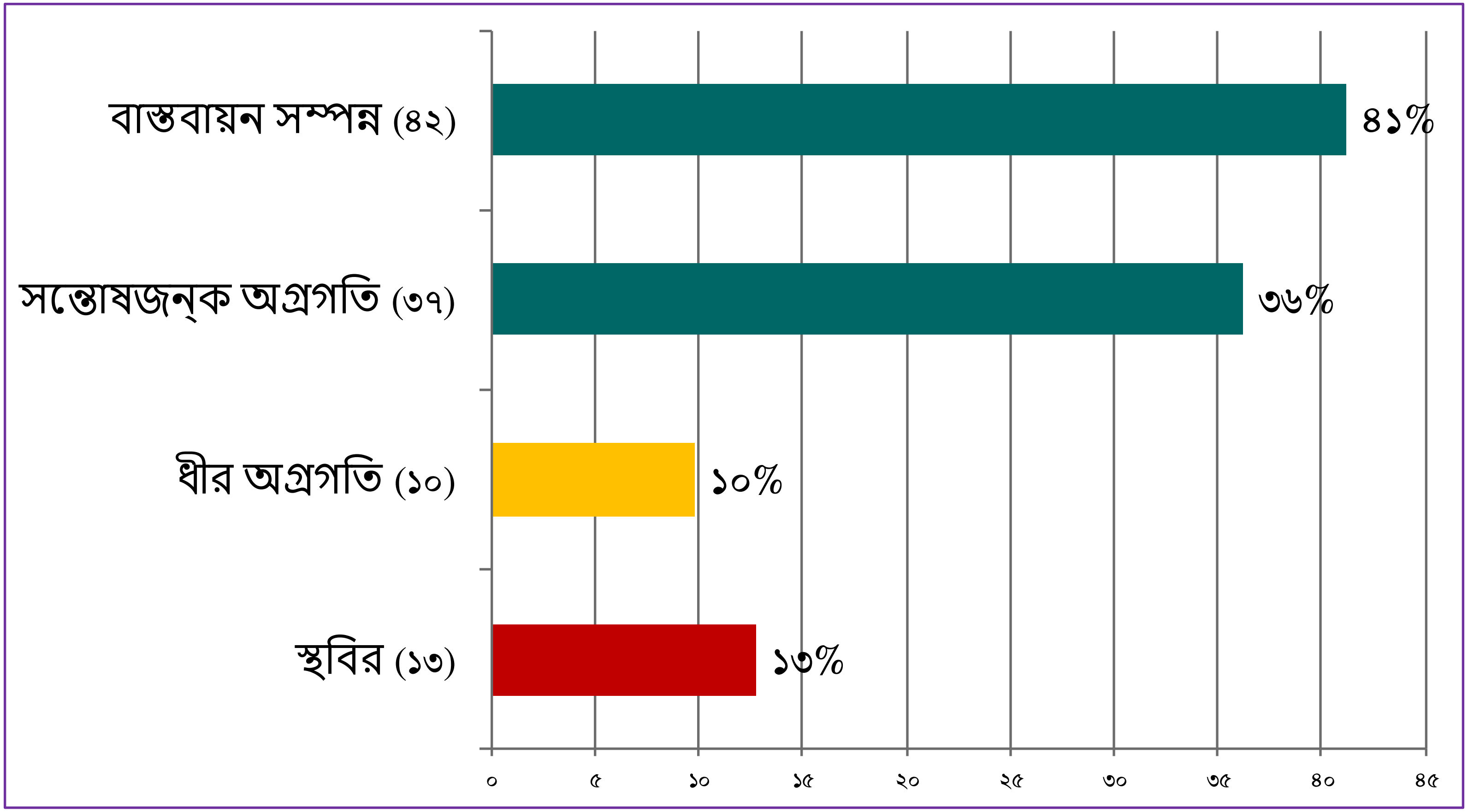

২০১৩-১৬

ধীর অগ্রগতি ও বাস্তবায়নে স্থবির উদ্যোগসমূহ

উল্লেখযোগ্য যে সকল উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে স্থবিরতা ও ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত:

- অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা কার্যকর
- সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জন্য নীতিমালা/ গাইডলাইন প্রণয়ন
- রাজউকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগ
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সেল গঠন
- পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অগ্নি নির্বাপক স্টেশন স্থাপন
- বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র এবং ব্যাবহার সনদ গ্রহণে বাধ্যতামূলক করা
- শ্রম পরিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অভিযোগের জন্য হট-লাইন স্থাপন
- দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ
- বায়ার কর্তৃক পণ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি
- পোশাক পল্লী স্থাপন
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও অগ্নি নির্বাপণ আইনে অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ
- শিল্প পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি (কলকারখানা অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিস) ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে (কলকারখানা অধিদপ্তর, ও রাজউক) গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন; তবে শ্রম পরিদপ্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি

২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ

৩. কারখানার অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি -প্রায় শতভাগ প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন, রেমিডিয়েশন সন্তোষজনক অগ্রগতি ৪৪%, জাতীয় উদ্যোগের অধীন ৩০০টি কারখানার শুধুমাত্র ক্যাপ প্রকাশ

৪. বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত বা কাঠামোগত সংস্কারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি

৫. কারখানাসমূহের প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কারে আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক সহজ সুদে ঋণ দিলেও, মালিকদের নিকট অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত জটিলতা

৬. তবে শ্রমিকের অধিকার বা সোশাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে

৭. শ্রমিক সংগঠনের অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তা যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে মানসিকতার পরিবর্তন ও সদিচ্ছার ঘাটতি

৮. শ্রম অধিকার নিশ্চিত ও কর্ম পরিবেশের মান উন্নয়নের প্রয়োজনে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলেও, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ক্রম অবনমন

সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে	সরকার
২	যে সকল কারখানা বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় তাদের টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে, এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয় ও কারখানা মালিক
৪	রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫	যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেজ গঠন করতে হবে	বিজিএমইএ
৬	পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত সব ধরনের কারখানার সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে, এবং দ্রুত সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন তৈরি করতে হবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ

সুপারিশ (চলমান)

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭	শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়
৮	সকল কারখানায় কল-কারখানা অধিদপ্তরের হটলাইনের নম্বরটি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ
৯	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ দ্রুত কার্যকর করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০	কারখানা সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ঋণ সহজ সুদে কারখানা মালিকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ তহবিলকে বিশেষ তহবিল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যংক

ধন্যবাদ